No. of Printed Pages : 12

एम.टी.टी.-003

00045

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2016

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. समाचारों का अनुवाद करते समय किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इस प्रक्रिया में कैसी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? 20

अथवा

हिन्दी-बांग्ला में भाषिक समानता बताते हुए दोनों के बीच भाषाई आदान-प्रदान की परंपरा को समझाइए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : 5
জোনাকি, বাড়ি, হঠাৎ, রাগ, উদ্বিগ্ন, বৃক্ষ, শেষ, কাছে, ছবি, নিদারুন

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों का बांग्ला पर्याय लिखिए : 5
जलन, मीठा, बेबस, इज्जत, रोटी, बेकार, आदत, बधाई, क्रोध, उम्र

4. निम्नलिखित शब्दों में से **किन्हीं पाँच** का बांग्ला में अर्थ बताइए और उनका हिन्दी और बांग्ला में अलग-अलग प्रयोग कर वाक्य बनाइए। 20
विचार, तटस्थ, परेशान, अलावा, संपर्क, तबीयत, अंधकार, टकराव, दस्तकार, नौकर।

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए: **10x4=40**

(a) হাফ পেনি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে চেয়েছিলাম শহরের দিকে। নীচে খরস্রোতা লিফি নদী শহরের হৃদয় ভেদকরা আর্টারির মতো ধেয়ে চলেছে সাগরে। লক্ষ্য আইরিশ সি। একসময় এই হাফ পেনি ব্রিজ পারাপার করতে প্রতি আইরিশকে হাফ পেনি টোল ট্যাক্স ব্যয় করতে হত। এখন সে কর নেই, তবু লোকের মুখে মুখে চালু এই নাম ফুটব্রিজের ছোট্ট ইতিহাসটুকু বয়ে নিয়ে চলেছে। এখনও এই বাঁকানো ব্রিজের কাঠের পাটাতন সবসময় সরগরম সাহেব-মেমদের ত্বরিত চলার ছন্দে। টেমসের ওপর দাঁড়িয়ে কী রূপে মুগ্ধ হয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ' লিখেছিলেন জানি না, তবে এই অর্ধ-পেনি সেতুর ওপর থেকে শহরের দিকে চেয়ে বারবার শুধু একটাই কথা মনে হচ্ছিল- ইতিহাস, সাহিত্য ও স্থাপত্যের আবরণে মোড়া ডাবলিন অনন্যসাধারণ; কুয়াশা আর কল্পকাহিনির মায়াবি দেশ আয়ারল্যান্ডের উজ্জ্বল রাজধানী।

ছিমছাম সুন্দর শহরটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল ডাবলিন এয়ারপোর্টে প্রথম পা দিতেই। দূরে এদিক-ওদিক ছড়ানো সবুজ মখমল ঢাকা পাহাড়ি টিলা, তাদের মাঝখানে ছোট্ট সুন্দর বিমানবন্দর। ডাউনটাউনের চত্বর ছাড়িয়ে গিয়ে উঠেছিলাম ব্ল্যাক রক অঞ্চলের মাউন্ট মেরিয়ান অ্যাভিনিউ এর এক অ্যাপার্টমেন্টে। এক আইরিশ মহিলার আধুনিক ফ্ল্যাট। ভদ্রমহিলা হাসপাতালে চাকরি করেন, অবিবাহিতা।

ব্ল্যাক রক নতুন ডাবলিনের একটা ধনী অঞ্চল - হরিতের শোভার মাঝখানে সাজানো এক অতি

আধুনিক বসতি। আমাদের বাড়িটা বেশ একটু উঁচু টেবিলল্যান্ড মতো জায়গায়। সেখান থেকে দূরে বেশ কিছুটা নিচুতে বিহঙ্গদৃষ্টিতে দেখা যেত ডাবলিনের একটা বড় অংশ। মাউন্ট মেরিয়ান অ্যাভিনিউয়ের সোজা পথ ধরে এগোলে পৌঁছনো যেত নীল আইরিশ সি-র ধারে, ব্ল্যাক রকে। দূর থেকে দেখা যেত ঘন নীল জলের মাঝে একটা বিরাট লম্বা কালো পাথর।

সুন্দর সাজানো-গোছানো একটি ফ্ল্যাটে আমরা অতিথি। কিন্তু গৃহকর্ত্রী অনুপস্থিত। ফ্ল্যাটটি গুছিয়ে রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য। টেবিলে রেখে গিয়েছেন একটা ছোট্ট চিরকুট-আমরা যেন নির্দ্বিধায় তাঁর বাড়ির সব জিনিস ব্যবহার করি আর এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে করি.... ইত্যাদি। আসলে এরকমই কথা ছিল। আমরা যখন ব্ল্যাক রকে তাঁর ফ্ল্যাটে, তিনি তখন ভারতে পর্যটন করছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় বাড়ির লাউঞ্জের টেবিলে রাখা একাধিক ছবির মাধ্যমে। পরিবারের নানা মানুষের সঙ্গে তাঁর নানা বয়সের ছবি থেকে ঝরে পড়ছিল পারিবারিক উষ্ণতা। দেখে ভাল লাগল। এঁরা আপন জীবনে স্বাধীন, কিন্তু আপনজনদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হয় না কখনও।

(b) রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান আমাদের জীবনের সব মুহূর্তের জন্যই অবলম্বন ও আশ্রয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। যদি কখনও জনহীন সঙ্গীবিহীন অবস্থায় প্রায় বন্দিজীবন কাটাতে হয় এবং সঙ্গে একটিমাত্র বই রাখবার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, তা হলে অনিবার্যভাবে গীতবিতানই হবে সেই বই। এই অর্থে ওই বই

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। আমাদের আনন্দ আর বেদনা, আশা আর নিরাশা, আহ্বান আর বিসর্জন-জীবনের প্রতিটি আবেগের স্পন্দন ধরা আছে রবীন্দ্রনাথের গানের ওই ভাণ্ডারে। এ কথা অবশ্যই ভুলে যাচ্ছি না যে, তাঁর কিছু আনুষ্ঠানিক গান এবং উপলক্ষ্য-চিহ্নিত গান সম্পর্কে এ কথা খাটবে না, ভুলে যাচ্ছি না যে তাঁর সমস্ত পূজার প্রেমের ও প্রকৃতির গান সমমানের নয়। তবু সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের গানকে বাঙালির মহত্তম উপার্জন বলতে বাধা নেই।

গীতবিতানে গানের যে পর্যায়ভাগ রবীন্দ্রনাথ নিজেই নির্দেশ করেছেন তাতেই বেশ বোঝা যায় তাঁর গানের বহুবৈচিত্র্য। পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক গান, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য তো আছেই, আছে নাট্যগীতি হিসেবে নির্ধারিত গান, জাতীয় সংগীত, পূজা ও প্রার্থনার অতিরিক্ত গান, প্রেম ও প্রকৃতির অতিরিক্ত কিছু গানও। কিন্তু এর মধ্যেও আছে নানান উপপর্যায়, যাতে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর এই সমস্ত গানের মধ্যে অন্য নানান অনুষঙ্গ আর নানান অনুভূতির ধারাও স্পষ্ট বহমান। বস্তুত আরও নানাভাবে নানান কোণ থেকে দেখতে পারা যায় তাঁর গানকে। যেমনভাবে আমরা তাঁর বিরহের গান কি দুঃখের গানের কথা বলি, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বেলাশেষের গানের কথাও মনে আনতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন বেলাশেষের গান, বিশেষভাবে? বিশেষ কিছু আছে কি সন্ধ্যার বা বিকেলের গানে? বলে না দিলেও চলে যে তাঁর বেলাশেষের গান প্রায় কোথাও নিছক নিসর্গ বর্ণনায় পর্যবসিত হয়নি। তাঁর গানে সন্ধ্যা কোথাও বিষণ্ণ,

কোথাও বিরহাতুর, কোথাও প্রিয়মিলনের সম্ভাবনায় দোদুল, কোথাও তা বেদনাকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করার পটভূমি। রবীন্দ্রনাথের বেলাশেষের গানে পূজা আর প্রেম প্রায়ই একাকার।

(c) নকুল বেরা অবশেষে তার গোড়ালিফাটা পা-দু'খানি তুলেই বসল চৌকিতে, তারপর হাসিতে ভরাট হয়ে বলল, 'দেবে না মানে! এলু-তেলু কত কে পাচ্ছে, আর আমার জবারানি পাবে না? মামার বাড়ি! দু'হপ্তার মধ্যে জবার নামে মুড়ি-মেশিনের লোন স্যাংশান না করাই তো মিছেই আমার নাম নকুল-'

কথাটা শেষ করেই সে পায়ের আঙুল নাচাল। একঝলক দেখল হেনাকে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়েই নজরে পড়ল মামড়ি-ওঠা মলিন দেয়ালে কটা রক্তের দাগ, বিক্ষিপ্ত, শুকিয়ে কালচে। আঙুলের টেপায় একটু লম্বাটে এবং বড়ই অশিল্পিত, তখনই সে আঁতকে ওঠার ছলভঙ্গিতে ফের বলল, 'ছার আছে নাকি!'

হেনা একটু লজ্জা পেল-'না, নেই। আগে ছিল। গেল রোববারে চৌকিটা বার করে রোদ্দুরে উল্টে খুব গরম জল দিয়েছি, এখন নেই-'

'শুনেছি ছার নাকি সহজে মরে না!'

নকুল বেরা বসলে আর উঠতে চায় না। ঘড়ি দেখল হেনা। বাজার বাকি। চুলে কলপ দিতে হবে। মায়ের ওষুধ। কাজের কী শেষ আছে ! সে বিরক্তি গোপন রেখে বলল, 'সহজে কেউ কি মরে? মরতে-মরতেও মরে না, তাই না? জীবনটা তৈরিই হয় বড় কঠিন নিয়মে-'

চা-বিস্কুট নিয়ে টগর ঢুকল। ফুলছাপ ম্যাক্সি গায়ে। ফরসা গালে দুটো ব্রন। লালচে বোঁটা।

তাতে চন্দনবাটা গোল করে লাগানো। টগরের মুখচোখে একটা আলগা শ্রী আছে। এলোচুল ভাঁজ খাওয়া। পিঠ অবধি।

'চিনি ছাড়া তো !' নকুল বেরা হাত বাড়িয়ে বলল।

'হ্যাঁ কাকু।'

'বেশ...বেশ, আসলে টগরের হাতে চায়ের গন্ধটা খোলে ভাল-'

হেনা একটা পুরনো খবরের কাগজের পিঠে চোখ রেখে মৃদু শ্লেষে বলল, 'আশি টাকা কে.জি-র চা, তাতেও গন্ধ পান?'

কথাটার মধ্যে আর কী কথা লুকনো থাকতে পারে ভাবতে গিয়ে নকুল বেরা, পাড়াতুতো কাকুই বলা ভাল, দীর্ঘদিন কাছাকাছি থাকার সুবাদে যেটুকু ঘনিষ্ঠতা, সামান্য থমকাল; তারপর চায়ে ছোট্ট চুমুক দিয়ে চোখ কুঁচকে, ভুরু কাঁপিয়ে বলল, 'হ্যাঁ পাই, মিথ্যে নয়; শুধু দাম দিয়ে কি চায়ের গন্ধ খোলে? খোলে আন্তরিকতায়, সম্পর্কে, হে হে তোমাদের সঙ্গে আমাদের চেনাজানা কি আর দুদিনের!'

হেনা আটত্রিশে পড়ল। চাকরিই হয়ে গেল চোদ্দো বছর। সে খুব বোঝে কোন কথার কী মানে। তবে কিনা পছন্দ না হলেও নকুল বেরাকে সরাসরি কিছু বলা যায় না। একে প্রতিবেশী। তায় বয়সে বড়। তাছাড়া বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে দু-বোন আর অসুস্থ মাকে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সংসারের যে দাঁড় বাইতে হচ্ছে সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী না হলেই নয়। বাইশ মাইল দূরের একটা ইস্কুলের দিদিমণি সে। সাড়ে আটটায় বেরোয়। ঢোকে পাঁচটায়। যানবাহনের অভাবে

অনেকটা সময় পথে নষ্ট হয়। টুকটাক প্রয়োজনে নকুল বেরাকে কাজে লাগে। দরকার পড়লে মা ডেকে আনেন। ইচ্ছে না থাকলেও তাই হেনাকে মাঝেমধ্যে ওর ফোঁপরদালালি মেনে নিতে হয়।

(d) কংসাবতী পুরুলিয়া জেলার অন্যতম নদী। এ ছাড়া শিলাবতী, কুমারী, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, দামোদর এবং টটকো। এর মধ্যে কংসাবতী বা কাঁসাই, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর এবং কুমারী এই জেলা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার সময় ছাড়া সারা বছরই জলের সংকট ওই সব নদীতে। এ ছাড়া আরও ২৪টি ছোট ছোট নদী বা শাখা নদী আছে। যেমন, শাখা, জাম, কুদলু, শোভা, চাকা, কারবু, বান্দু, পাতলই, রূপাই, শালদা, পাঁড়গা, বেকো, উতলা, সোনা, হনুমতা, নেংসাই, তসের কুয়া, হাড়াই, কদমদা, গুড়াই, তারা, কেঁরবো, আমুর হাসা প্রভৃতি। এখন দামোদর ছাড়া সব নদীর অবস্থাই খারাপ।

এক সময় এই সব নদীতে প্রবাহিত হত অবিরাম স্রোত, নদী উপত্যকায় ছিল আদিম অরণ্য । তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে ছিল বাণিজ্যপথ। তামাজুড়ি আর তামাখুন খনি থেকে তামার উত্তোলন হত। দেশ বিদেশে যেত সেই তামা। জৈনধর্মের বিকাশধারায় নদী উপত্যকার গ্রামে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন দেব-দেউল। সুবর্ণরেখা এবং টটকো নদীতে এক সময় সোনা মিলত। সেখানে আজও সোনার সন্ধান করেন গরিব মানুষ। ঝুমুর গানেও উল্লেখ আছে সোনা পাওয়ার গল্পকথা। পুরুলিয়াকে ঘিরে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর মনমাতানো পাহাড়। সেখানকার মানুষ আরও সুন্দর। পর্যটনভূমি হিসাবে আদর্শ স্থান। ভাল পাহাড় ঘিরে অরণ্য আর মাথায়

থাকে নীলশুভ্র আকাশ। এই জেলায় তিন প্রকার জমি আছে। বাইদ জমি, ডাঙা জমি, আর কানালি জমি। অল্প পরিমাণ জমিতে চাষের কাজ হয়। জলের সমস্যা। মাটি রুক্ষ। তাই জলসেচ এবং বাঁধ বা জলাধারের মাধ্যমে কৃষি কাজ হয়। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় (১২০০-১৩৫০) মিলিমিটার। সবার আগে জরুরি প্রয়োজন পুরুলিয়ার সমস্ত নদীর সংস্কার। বালিপাথর, নুড়ি, পলি সরিয়ে নদী তীরে বাঁধ দিয়ে গ্রাম রক্ষা করা। নদী বাঁচলে রক্ষা পাবে দেশ। ফিরিয়ে দিতে হবে হারিয়ে যাওয়া নদীর সভ্যতা।

(e) মাসখানেক হয়েছে নার্সিং হোমটার। দিব্যি রেল লাইনে উঠে পড়েছে গাড়ি। চলছেও গড়গড়িয়ে। নর্থ-ইস্ট ক্যালকাটার অনেক ডাক্তারই এগিয়ে এসেছেন ধীরে ধীরে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নার্সিং হোম। তার ওপরে রূপঙ্কর মেডিক্যাল এথিক্স মেনে চলে। কিছু কিছু সিনিয়র ডাক্তার যাঁরা নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদের খুব পছন্দের জায়গা 'রিজুভ'। বিশেষ করে যাঁদের বাড়ি সল্টলেকে। রাত-বিরেতে ফুটব্রিজ পেরিয়েই চলে আসতে পারেন।

সকাল আটটা নাগাদ রওনা হয়েছে ওরা দু'জনে। ভি আই পি রোড দিয়ে চলেছে গাড়ি। স্বস্তি হঠাৎ বাচ্চা মেয়ের মতো লাফালাফি করতে থাকে।

-কিষণ গাড়ি রোকো, জলদি রোকো।

-কিষণের মনের বিরক্তিটুকু মুখে প্রকাশ পায় না কখনও।

-ক্যায়সে রোকেঙ্গে ম্যাডাম, ইতনা ট্রাফিক।

-ঠিক হ্যায়, ফির উও সাইড রোড লে লো।

গোলাঘাট পেরিয়ে প্যারালাল রাস্তাটায় ঢুকে

পড়ে ওদের গাড়ি। গাড়িটা বাঁদিক ঘেঁষে পার্ক করতেই স্বস্তি লাফিয়ে নেমে পড়ে। রূপঙ্কর তো অবাক। কী হল স্বস্তির! বাথরুম যেতে হবে নাকি? আর দু'মিনিট পরেই তো ওদের নার্সিং হোম। একতলা, দোতলা আর তিনতলার ছাদ মিলিয়ে উনিশটা বাথরুম।

স্বস্তি ছুটছে। পিচরাস্তা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তায়। কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে, খালের ওপরের সাঁকোটা পেরিয়ে...

পলাশ ফুলের গাছ দুটোর সামনে গিয়ে থামল ও। সরস্বতী পূজো পেরিয়ে গেছে, ফুল চোরেদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নিজেদের সাজিয়ে তুলেছে ওরা। পত্রহীন শাখা-প্রশাখা-কালো মখমলি বৃন্তে সিঁদুর-রঙা ফুল। যেন কয়লাখনিতে আগুন লেগেছে।

স্বস্তি গাছ দুটোর তলায় দাঁড়িয়ে আছে। ঊর্ধ্বমুখী। প্রাণপনে চেঁচাচ্ছে।

-কতদিন পর এমন ফুটন্ত পলাশ গাছ দেখলাম বলো তো!

(f) ছুটির দিন বিকেল শেষ হওয়ার আগের মরা রোদ্দুরে শহরটা আলস্য ভাঙতে শুরু করে। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে জেগে উঠে তার সর্বাঙ্গে তখন কী করি-কী করি ভাব। রাজপথ স্বমহিমায় শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ এই দিন, রাজকীয় অহংকার তার আপাদমস্তকে, ভীষণ অবজ্ঞা চারপাশকে। অলিগলিরাই হেঁটেচলে বেড়ায় তখন ফেলে আসা গৌরবের গন্ধ কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গায়ে মেখে। পুরনো পট্টির পুরনো ঘরদোরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যায় তারা, প্রাচীন মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে। মধ্যবিত্তের ঘরবাড়ি, তার ইট-কাঠ-পাথর,

তার ইটের পাঁচিল, তার চৌহদ্দির মধ্যেই ভেঙে পড়ছে, আজ অনেক দিন ধরে। শহরে গজিয়ে ওঠা নতুন মাল্টিস্টোরিডগুলির গা ঘেঁষে, সুউচ্চ ফ্লাইওভারের আড়ালে, মধ্যবিত্তের এই পুরনো বসতি ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, এখানে বসবাস করা বুড়ো-বুড়িদের মতোই। তারাও কোন কালে কোথা থেকে উঠে এসে এখানে জমি কিনেছিল ক'কাঠা, তারই চারপাশে পাঁচিল তুলে মধ্যে বানিয়েছিল ছোট একখানি নীড়-স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানের নিরুপদ্রব বাসস্থান।

নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা যত নিবিড়, নিরাপত্তাহীনতা ততই অমোঘ। কীসের যেন টানে মানুষগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেবলই ভেসে ভেসে যেতে থাকে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক পেশা থেকে আর এক পেশায়, নেশার মতো, এক জগৎ থেকে আর এক জগতে। এই হয়তো জীবন, এই গতিই তার প্রাণ। পুরনো সব কিছু ছেড়ে নতুনকে আশ্রয় করা। তবু, পিছনে পড়ে রইল যারা, তারা কি সব হারিয়ে গেল? তবে তো হারিয়ে গেল নিজের অতীত। তার সবটাই কি ফেলে দেওয়ার মতো?

এ-বাড়ির মালিক অতুলবাবুর বাবা কত বছর আগে চলে গিয়েছেন এলাহাবাদ। ইরাবতী তখনও জন্মায়নি, তার বাবা হরেন্দ্রনাথ নিজেই তখন নাবালক। জন্মের পর ইরাবতী বেড়ে উঠেছে এই বাড়িতে, নিজের বাড়ি ছাড়া আর কিছু একে মনে হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। এমনকী বছর দশেক আগে গুন্ডারা যখন এ-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছিল তাদের, তখন মনে হয়েছিল নিজের ভিটেমাটি থেকেই তাদের শেকড় ওপড়াতে এসেছিল ওরা।

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) नकचढ़ी चिड़िया खाँस रही थी।

पूरा जंगल परेशान था।

आखिर क्या हो गया था नन्ही चिड़िया को?

वन में रहने वाले पशु-पक्षी पूछ-पूछकर हार गए थे पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पता चलता भी कैसे! नकचढ़ी चिड़िया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह तो पूरे जंगल को बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था लेकिन बताए कैसे। जब भी बोलने के लिए चोंच खोलती तो सुनाई पड़ती खाँसी की आवाज। खाँसी शब्दों को दबा देती थी। वह बोल ही नहीं पा रही थी।

'खों-खों खिकखिक खों।' खाँसते-खाँसते बुरा हाल था उसका। जंगल में रहने वाले छोटे-बड़े पशु-पक्षियों की जबान पर एक ही बात थी, ''देखो कैसा हाल हुआ है नकचढ़ी, घमंडिन चिड़िया का।'' कुछ पक्षी परेशान चिड़िया के साथ सहानुभूति जताते तो कई कह देते-''अरे रहने भी दो। बहुत अकड़-तकड़ करती थी। हर किसी को अपने से नीचा समझती थी। क्या उसे पता नहीं था कि घमंड का सिर सदा नीचा होता है। अब ऐसा रोग लग गया है कि बस....''

सिर्फ खाँसी का ही रोग नहीं था, रंग भी तो कैसा हो गया था नकचढ़ी का-एकदम काला, कोयले जैसा। उसके पंखों पर उभरी लाल-नीली धारियाँ एकदम छिप गई थीं। उसे देखकर शैतान खरगोश ने तो कह ही दिया था-''नकचढ़ी चिड़िया बन गई भूतनी चिड़िया।''

वैसे नकचढ़ी के नाम से बदनाम उस चिड़िया का असली नाम था नीलम। देखने में सबसे सुंदर और उड़ने में सबसे फुर्तीली थी नीलम चिड़िया।

(b) मौसम सुहावना था, आकाश में हल्के बादल छाए थे, धीमी हवा बह रही थी। सड़क के दोनों ओर झाड़ियों पर नन्हे नीले और गुलाबी फूल मस्ती से झूम रहे थे। सँकरी सड़क पर एक बस चली जा रही थी। बस में बैठे छात्र मस्ती से गा रहे थे। कुछ पहले बस रुकी थी तो छाया, जूही और रचना ने झाड़ियों से फूलों के गुच्छे लेकर अपने बालों में सजा लिये थे।

बस में सेंट जॉन स्कूल के छात्र घूमने निकले थे। तीन दिन की छुट्टियाँ थीं। योजना थी कि तिराना की पहाड़ियों के बीच 'रसधारा' की फुहारों का आनन्द लेने के बाद जंगल में पिकनिक मनाई जाए। रात को छोटनपुर के डाक बँगले में रुकने का कार्यक्रम था। सैलानियों की टोली में बाईस छात्र-छात्राएँ और तीन अध्यापक थे।

सड़क के किनारे कि.मी. के पत्थर पर लिखा था-रसधारा एक किलोमीटर। 'रसधारा' पहाड़ियों के शिखर से गिरने वाले झरने का नाम था।

''बस, समझिए कि पहुँच ही गए।''

ड्राइवर धनराज ने कहा और जोर से हार्न बजा दिया। दो हिरन झाड़ियों में से उछले और दूसरी तरफ कूदकर भाग गए। हवा में उछलते हिरनों को देखकर सब बच्चे तालियाँ बजाने लगे। 'वण्डरफुल, वाह! ओह!' की आवाजें गूँजने लगीं। इतने में छाया ने उछलते हिरनों की छवि को अपने कैमरे में कैद कर लिया था।

''धनराज, जल्दी करो।'' विजयन ने कहा। वह अंग्रेजी के अध्यापक थे। ''कहीं ऐसा न हो, हमें जंगल में ही रात हो जाए।''